আঞ্চলিক সামরিক জোট

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

DIADEMY IAS
Get Crowned with success

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্বের রাজনীতি নতুনভাবে মোড় নেয়। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক অন্যদিকে USA-র নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লক গড়ে ওঠে।
- একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদী দেশগুলোর জোট (WARSAW) অন্যদিকে USA-র নেতৃত্বে পশ্চিমা পুঁজিবাদী জোট (NATO) বিশ্বে ঠান্ডা লড়াইয়ের সূচনা করেছিল।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপকে সাম্যবাদী রাষ্ট্রের হুমকি থেকে বাঁচতে সহযোগী পশ্চিমা (UK, France, Netherlands, Belgium, Iceland, Portugal, Norway) দেশগুলোর সঙ্গে সামরিক জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।
- মূলত ইউরোপের মাটিতে রুশ বাহিনীর আক্রমণ ঠেকাতেই USA-র এই সামরিক জোট গঠন।
- ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল, উত্তর আটলান্টিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয় USA, কানাডা এবং ইউরোপের ১০টি দেশ, যার ফলশ্রুতিতে NATO আবির্ভূত হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে।

১২টি

NATO

North Atlantic Treaty Organization

প্রতিষ্ঠিত হয়: ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯

সদর দপ্তর – ব্রাসেলস বেলজিয়াম

প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য – ১২ টি

- Belgium, Canada, Denmark, France, Iceland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Portugal, the United Kingdom and the United States.

বর্তমান সদস্য-৩১ টি

- Greece, Turkey, Germany, Spain, the Czech Republic, Hungary, Poland, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, Slovenia, Albania, Croatia, Montenegro, North Macedonia and Finland.
- Last member- Finland

- Secretary-General: Jens Stoltenberg

ISAF
NATO-OTAN

ISAF

International Security Assistance Force

ন্যাটোর বহুজাতিক বাহিনী

The Australia, New Zealand, United States Security Treaty

ANZUS

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামরিক জোট

AMERICAN AUSTRALIAN ASSOCIATION

70

ANZUS

1951-2021

- ANZUS এর পূর্ণরূপ হলো- Australia, New Zealand United States Security Treaty।
- সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে বৈদেশিক আগ্রাসন প্রতিহত করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড একত্র হয়ে ১৯৫১ সালের ১ সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠা করেন সামরিকজোট ANZUS।
- প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলবর্তী এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যকার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে সমন্বয় সাধন করা এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। তা ছাড়া যৌথ সামরিক মহড়া, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কেও এ সংস্থা ভূমিকা রাখতে তৎপর।

- ANZUS প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫১ সালে
- ANZUS-এর সদস্য- ৩টি
- সদস্যগুলো হলো- যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড
- ANZUS-এর সদর দপ্তর- ক্যানবেরা

চীন বিরোধী জোট, কৌশল ও পরিকল্পনা

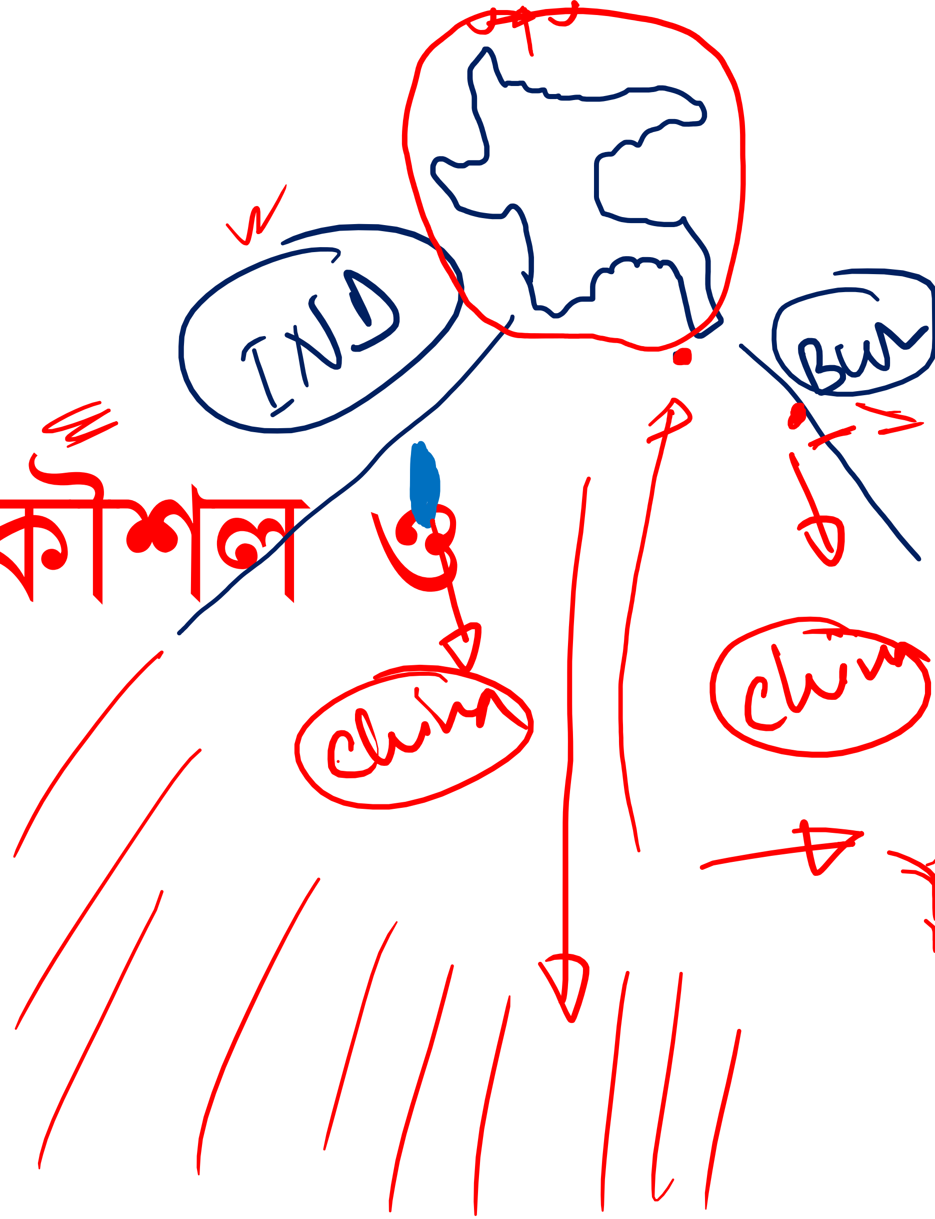
IND
Bur
china
china

QUAD

→ Asian NATO

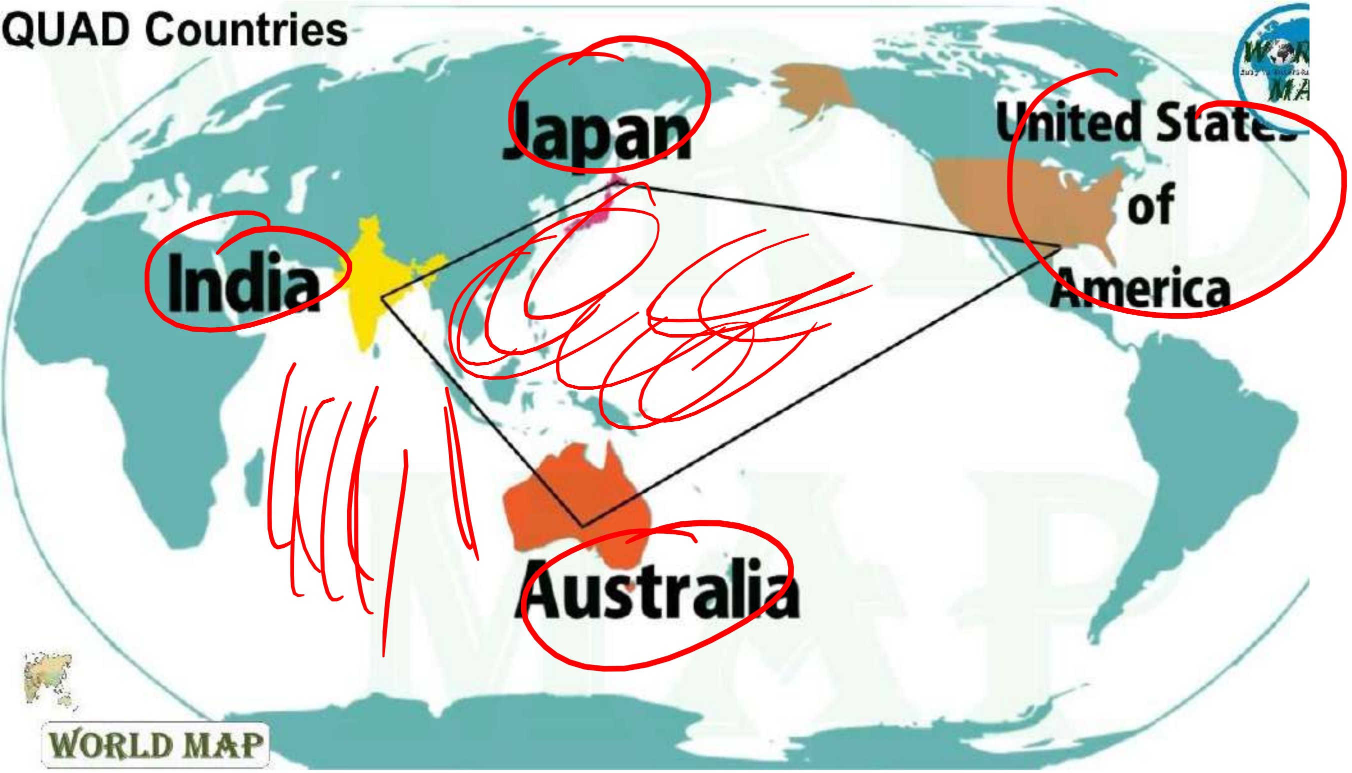
QUAD Countries
Japan
United States of America
India
Australia
WORLD MAP

- Quadrilateral Security Dialogue
- যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া

উদ্দেশ্য – ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে নৌ চলাচল অবাধ রাখা এবং দক্ষিণ চীন সাগরে চীনকে মোকাবেলা।

- প্রথম বৈঠক – ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১ , হোয়াইট হাউস
- কোয়াড প্লাস – নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া

Indo-Pacific Strategy (IPS)

- ২০১৭ সালের আগস্টে জাপানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে প্রথম আইপিএস ধারণা দেন। একই বছরের নভেম্বরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ও শিনজো আবের মধ্যে বৈঠকের পরে এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য আইপিএস ধারণাপত্র তৈরি করা হয়।
- এর মূল ভিত্তি হিসেবে আইনের শাসন, চলাচলে অবাধ স্বাধীনতা, মুক্ত বাণিজ্য, শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক আইন মেনে বিরোধ নিষ্পত্তি, অবকাঠামো উন্নয়নে স্বচ্ছতা ও দায়িত্বপূর্ণ ঋণ গ্রহণের কথা বলা হয়।
- অনেক বিশেষজ্ঞের মতে চীনকে আগ্রাসী মনোভাব ঠেকানোর জন্য আইপিএস গঠন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
- ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্যাটেজি (আইপিএস) এর প্রধান অংশীদার দেশ হলো ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও জাপান।

IPEF

- Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অর্থনৈতিক কাঠামো
- মূলত, চীনের নেতৃত্বাধীন RCEP-এর বিকল্প হিসেবে এই অঞ্চলে চীনের অর্থনৈতিক আধিপত্য মোকাবেলা করতে এবং ইন্দো- প্যাসিফিকে ক্রমহ্রাসমান মার্কিন প্রভাব পুনরুদ্ধার করার জন্য নতুন অর্থনৈতিক ব্লক IPEF গঠন করেছে যুক্তরাষ্ট্র।

IPEF

- প্রতিষ্ঠা: ২৩ মে, ২০২২ (জাপানের টোকিও)
- উদ্দেশ্য: “Writing the new rules for the 21st century economy" এবং “Grow faster and fairer"

- সদস্য: ১৪টি দেশ
- সদস্য দেশসমূহ: যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ব্রুনেই, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ফিজি ও ভিয়েতনাম।
- সর্বশেষ সদস্য- ফিজি

AUKUS

- ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে এক যৌথ বিবৃতিতে এই জোটের ঘোষণা দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন।
- নতুন জোটের নাম দেয়া হয় AUKUS যা Australia, UK ও USA- তিন দেশের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে এ চুক্তির নাম রাখা হয় AUKUS বা অকাস।

AUKUS

- এ চুক্তির আওতায় দেশ তিনটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও সাইবার সংক্রান্ত বিষয়গুলোর তথ্য একে অপরের সঙ্গে ভাগাভাগি করবে।
- অস্ট্রেলিয়াকে পারমাণবিক সাবমেরিন তৈরির প্রযুক্তি দেয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। এর আগে কেবল যুক্তরাজ্যকে এ প্রযুক্তি দেয় দেশটি।

BRI →

B3W

Build Back Better World

- চীন ২০১৩ সালে OBOR বা One Belt One Road প্রকল্প গ্রহণ করে।
- জি-৭ এর ৪৭ তম সম্মেলন হয় ২০২১ সালে যুক্তরাজ্যে। বিশ্বরাজনীতিতে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকাতে এই সম্মেলনে একমত হন জি-৭ নেতৃবৃন্দ।
- চীনের ট্রিলিয়ন ডলারের প্রকল্প Belt and Road Initiative (BRI) -এর বিকল্প হিসেবে নতুন প্রকল্প আনছে সাত দেশের সংগঠন জি-৭।

B3W

→ G-7

2021

- যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে করা এ প্রকল্পটির নাম Build Back Better World (B3W)। এ পরিকল্পনার আওতায় রাস্তাঘাট নির্মাণ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন এগিয়ে নিতে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে তহবিল দেওয়া হবে।
- জি-৭ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ১২ জুন, ২০২১ সালে এ বিষয়ে বৈশ্বিক পরিকল্পনার ঘোষণা দেওয়া হয়।

৫ জুন ২০২০ → প্রতিষ্ঠিত

IPAC

Inter-Parliamentary Alliance on China

৮ টি দেশের আইনপ্রনেতাদের সংগঠন

যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি,
যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া,
কানাডা, সুইডেন, নরওয়ে

উদ্দেশ্য

বৈশ্বিক বাণিজ্য, নিরাপত্তা
ও মানবাধিকার ইস্যুতে
চীনের প্রভাব কমানো

CPTPP

- Comprehensive and Progressive Agreement for Trans - Pacific Partnership.
- ২০১৮ সালে চিলিতে এটি স্বাক্ষরিত হয়।
- এটির সদস্য সংখ্যা ১১টি- অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ব্রুনাই, কানাডা, চিলি, মালয়েশিয়া মেক্সিকো, নিউজিল্যান্ড, পেরু, সিঙ্গাপুর ও ভিয়েতনাম।

I2U2

- India, Israel, UAE and USA (I2U2)
- ২০২২ সালের ১৪ জুলাই গঠিত হয়।
- এই চুক্তির উদ্দেশ্য খাদ্য, নিরাপত্তা, পানি, শক্তি, পরিবহন, মহাকাশ, স্বাস্থ্য খাতে যৌথ বিনিয়োগ

The International Criminal Police Organization

প্রতিষ্ঠা – ১৯২৩

উদ্দেশ্য

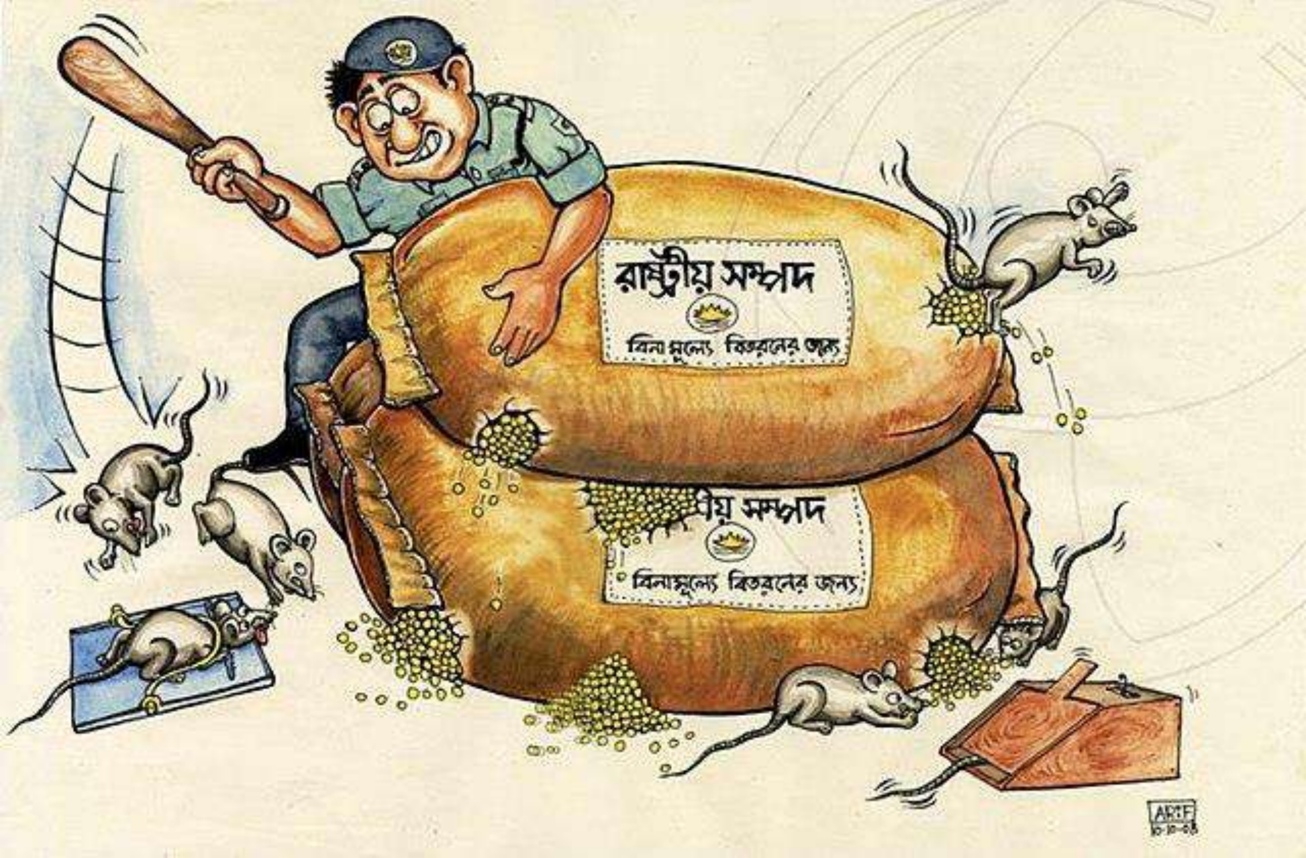
রাষ্ট্রীয় সম্পদ
বিনামূল্যে বিতরনের জন্য
ীয় সম্পদ
বিনামূল্যে বিতরনের জন্য
ARIF
10-10-08

বিভিন্ন দেশের পুলিশ বাহিনীর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

সদস্য ১৯৫

বাংলাদেশ (১২৩তম) – ১৯৭৬ সাল

সর্বশেষ সদস্য – মাইক্রোনেশিয়া

সদর দপ্তর – লিও, ফ্রান্স

87TH GENERAL ASSEMBLY
INTERPOL

প্রেসিডেন্ট –

আহমেদ নাসের

আল রাইসি

Let’s Recap.....

International Committee of the Red Cross(ICRC)

COMITE INTERNAT
GENEVE

সবথেকে বড় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

প্রতিষ্ঠা – ~~১৭ ফেব্রুয়ারি~~ ১৮৬৩

প্রতিষ্ঠাতা

- হেনরি ডুটান্ট
- গুস্তাভ মইনার
- লুইস আপ্পিয়া
- থিওডর মৌনর

সদর দপ্তর

জেনেভা

সদস্য – ~~১৯২~~

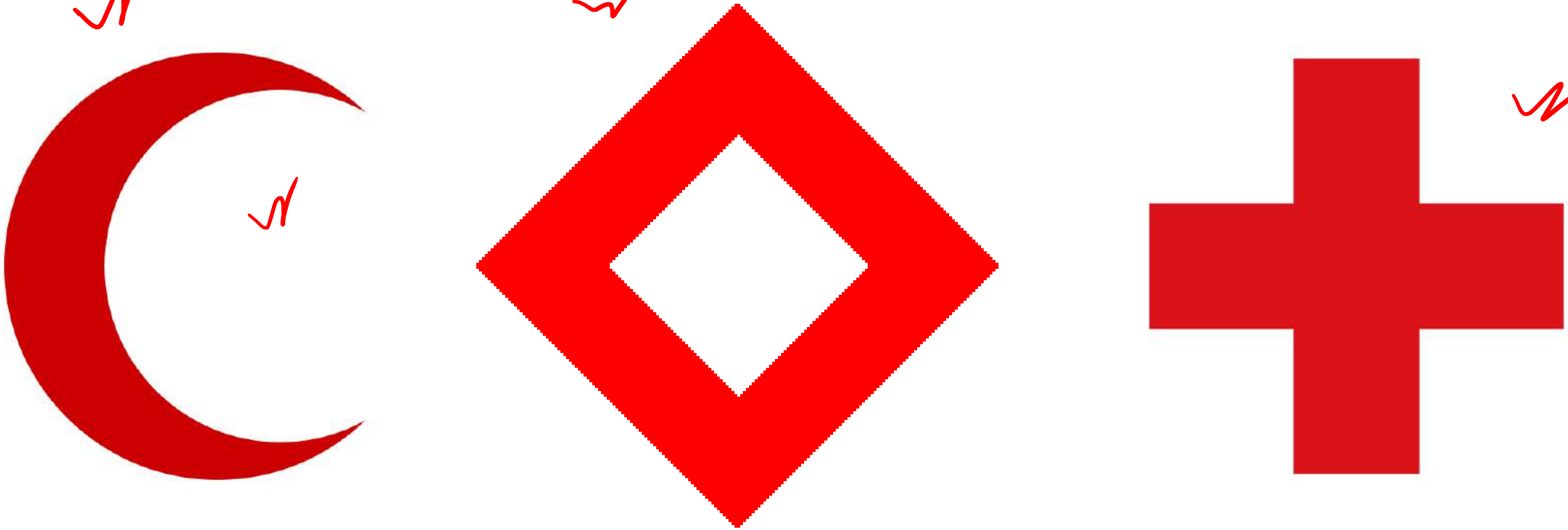

প্রতীক - ৩ টি

ICRC

নোবেল পুরস্কার –

১৯১৭, ১৯৪৪, ১৯৬৩

Oxford Committee for Famine Relief

Oxfam
Oxfam House
Visitors & Staff
Entrance
10

প্রতিষ্ঠা

~~১৯৪২~~

সদর দপ্তর – নাইরোবি

TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

INTERNATIONAL
MARITIME
ORGANIZATION

প্রতিষ্ঠা- ~~১৯৯৩~~

সদর দপ্তর-

বার্লিন

সব থেকে বড়ো মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান

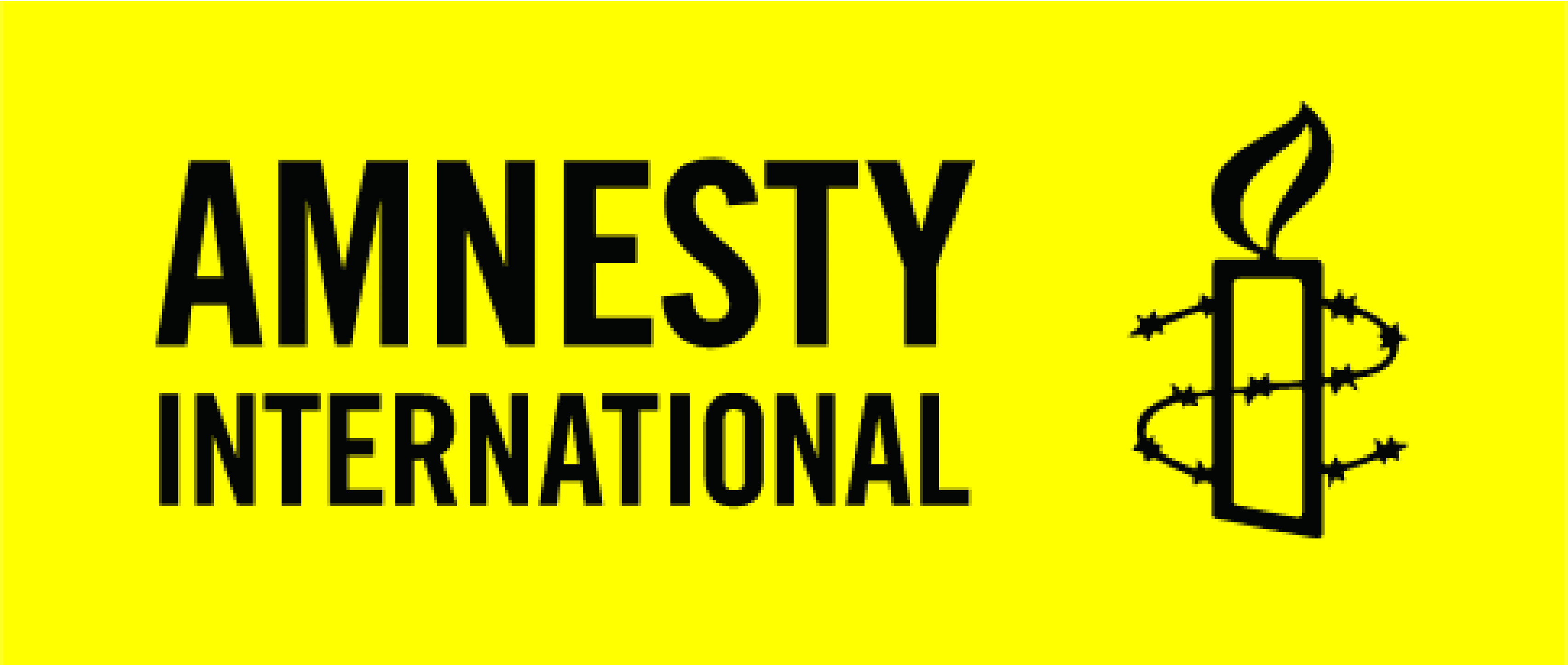
AMNESTY
INTERNATIONAL

প্রতিষ্ঠা-~~১৯৬১~~

সদর দপ্তর- লন্ডন

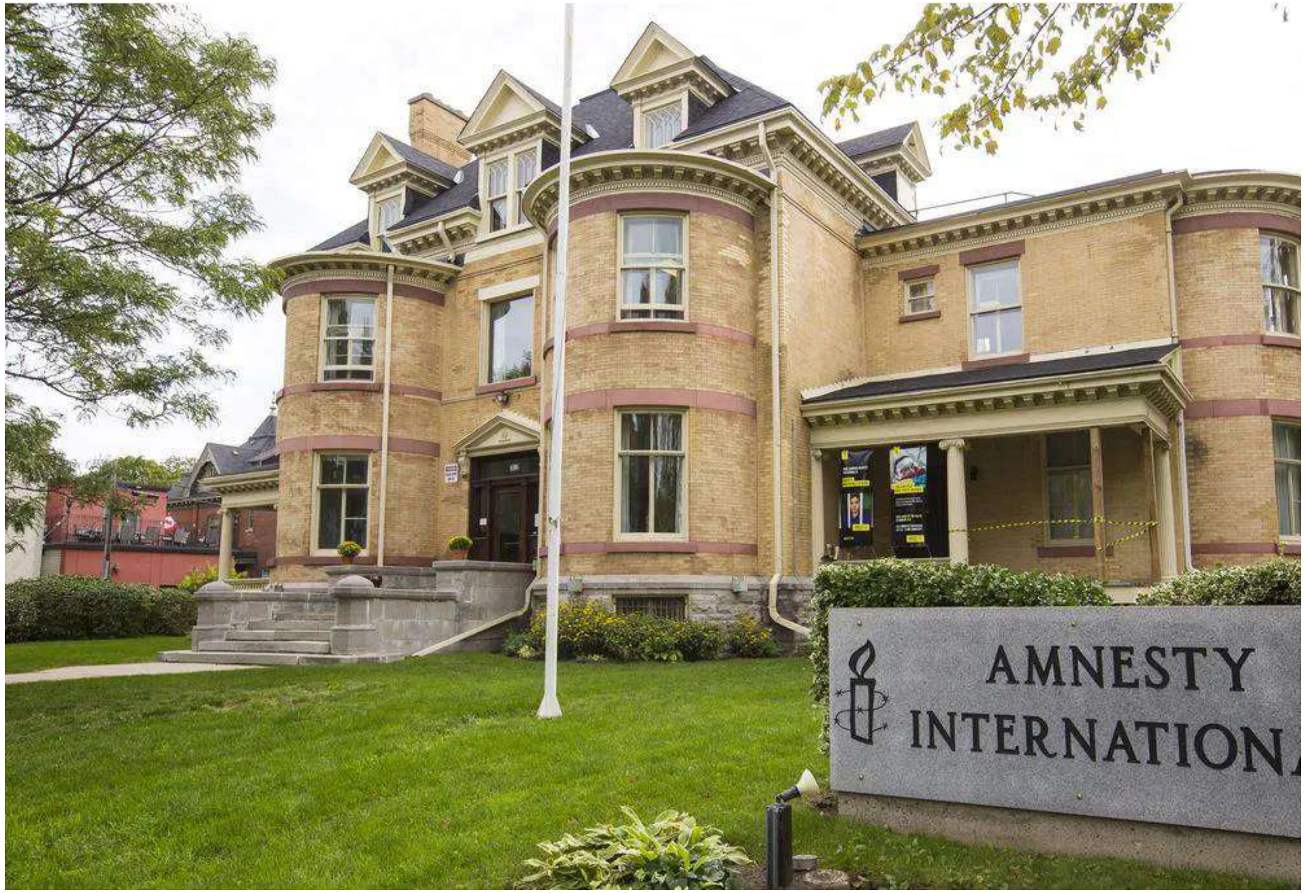
AMNESTY
INTERNATIONA

মধ্যপ্রাচ্য

Middle East

ও পশ্চিম

ফিলিস্তিন সংকট

- ১৯১৭ সনে বৃটেনের জেরুজালেম দখল করা পর্যন্ত ফিলিস্তিন ছিল অটোম্যান সাম্রাজ্যের (Ottoman Empire) একটি প্রদেশ।
- ১০০ বছরেরও বেশি সময় আগে ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর বিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব আর্থার বেলফোর ব্রিটিশ ইহুদি সম্প্রদায়ের একজন সদস্য লিওনেল ওয়াল্টার রথচাইল্ডকে সম্বোধন করে একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটি ছিল মাত্র ৬৭ শব্দের। কিন্তু এর তাৎপর্য এত বেশি তা এখনো ধারণ করতে হচ্ছে পৃথিবীকে।

Jew

Promised Land

- এই চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারকে ‘ইহুদি জনগণের জন্য ফিলিস্তিনে একটি জাতীয় বাসস্থান প্রতিষ্ঠা’ ও তার ‘অর্জন’ সহজতর করার কথা উল্লেখ ছিল। আর এই চিঠিটিই বেলফোর ঘোষণা নামে পরিচিত। সেসময় ফিলিস্তিনে আরব স্থানীয় জনসংখ্যা ছিল ৯০ শতাংশেরও বেশি।
- ফিলিস্তিনিদের রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে একটি ব্রিটিশ আদেশপত্র অথবা ম্যান্ডেট ১৯২৩ সালে তৈরি করা হয়েছিল। স্থায়ী হয়েছিল ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। এ সময় ইহুদি অভিবাসনকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছিল ব্রিটিশরা। ইউরোপে নাৎসিবাদের অত্যাচার থেকে পালাতেও অনেকে ফিলিস্তিনে আশ্রয় নিয়েছিল।

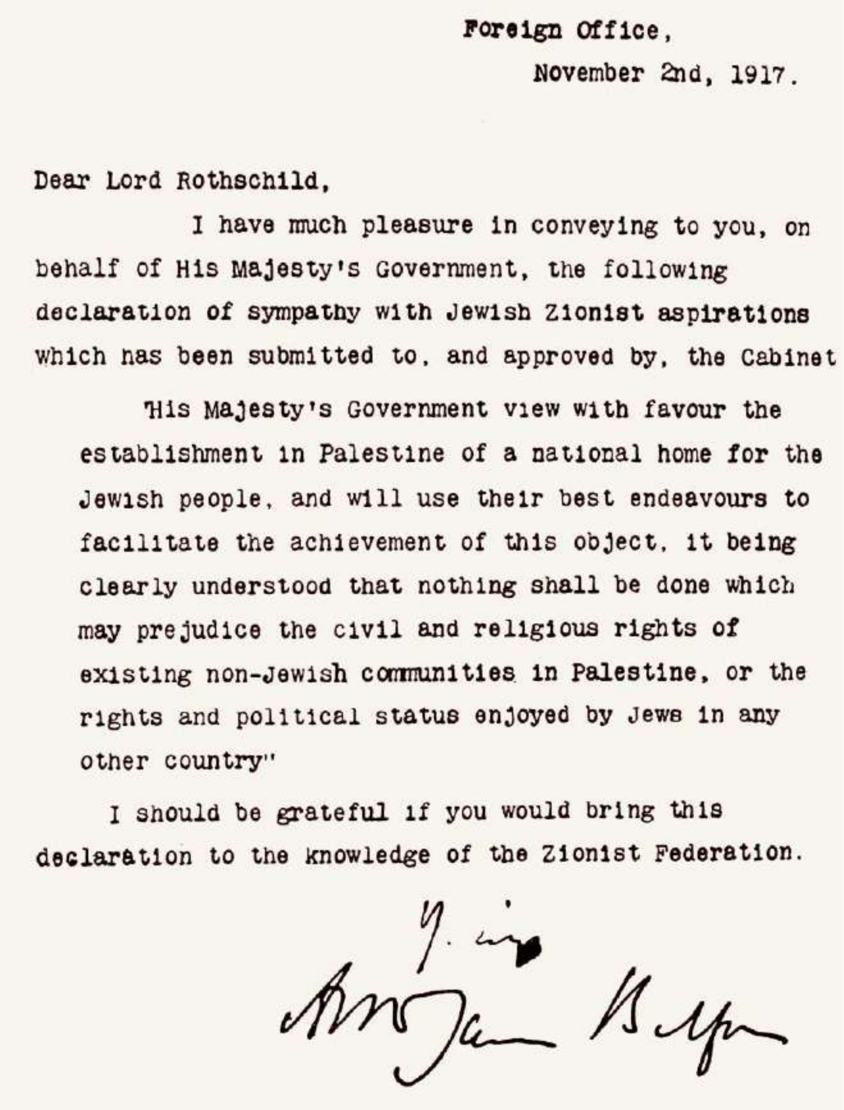

Foreign Office,
November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country"

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

- ১৯৪৭ সালের মধ্যে ফিলিস্তিনে ইহুদি জনসংখ্যা ৩৩ শতাংসে পৌঁছে। সে সময় তারা ৬ শতাংশ জমির মালিক ছিল। ফিলিস্তিনকে আরব ও ইহুদি রাষ্ট্রে বিভক্ত করতে জাতিসংঘে ১৮১ প্রস্তাব গৃহীত হয়।
- ফিলিস্তিনিরা এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল সে সময়। কারণ প্রস্তাবটিতে ফিলিস্তিনের প্রায় ৫৬ শতাংস ইহুদিদের জন্য বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে বেশির ভাগ উর্বর উপকূলীয় অঞ্চলও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় দেশটির ৯৪ শতাংশের মালিক ছিল ফিলিস্তিনিরা। আর জনসংখ্যা ছিল ৬৭ শতাংশ।

৬%

৩

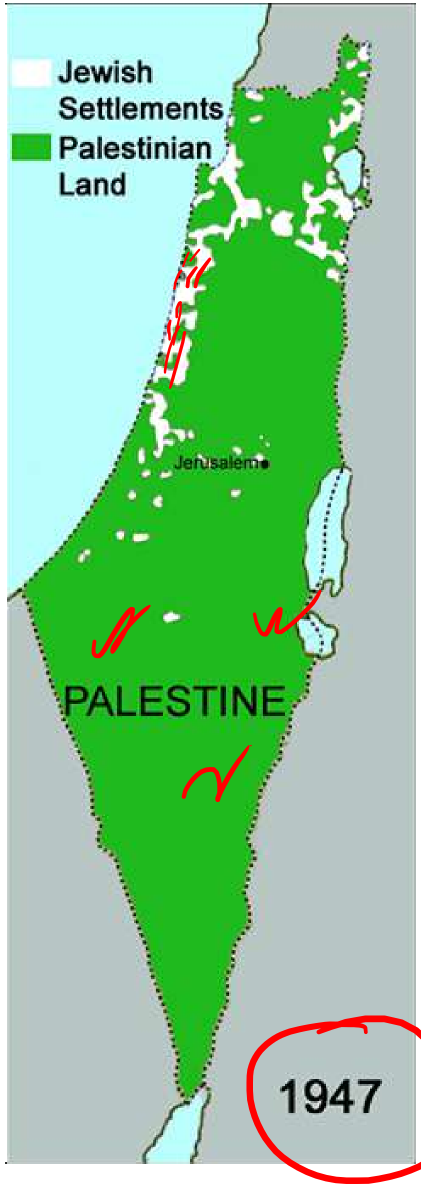
Jewish Settlements
Palestinian Land
Jerusalem
PALESTINE
1947

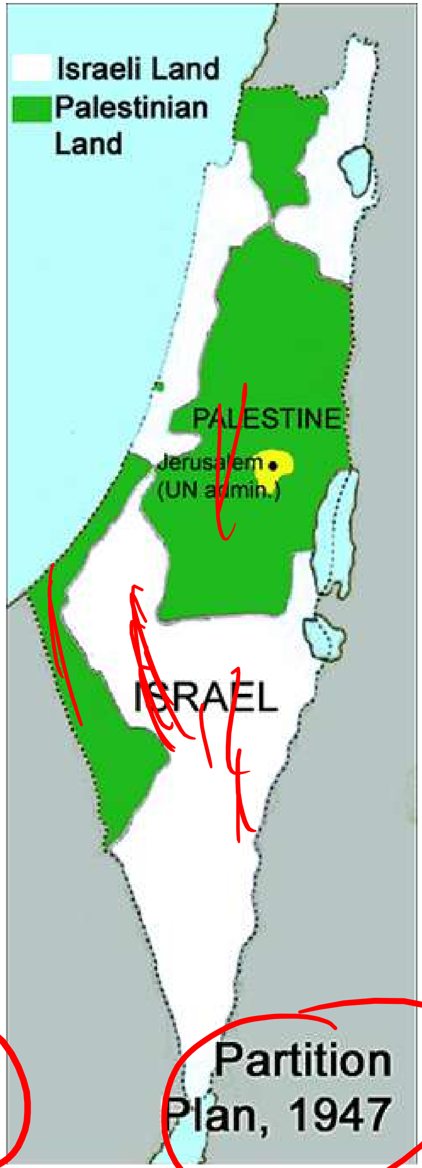
Israeli Land
Palestinian Land
PALESTINE
Jerusalem (UN admin.)
ISRAEL
Partition Plan, 1947

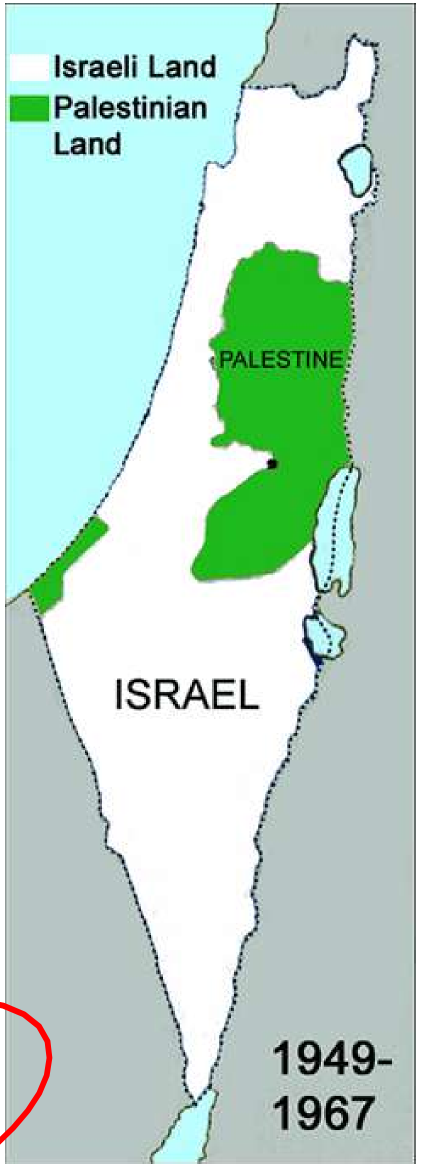
Israeli Land
Palestinian Land
PALESTINE
ISRAEL
1949-1967

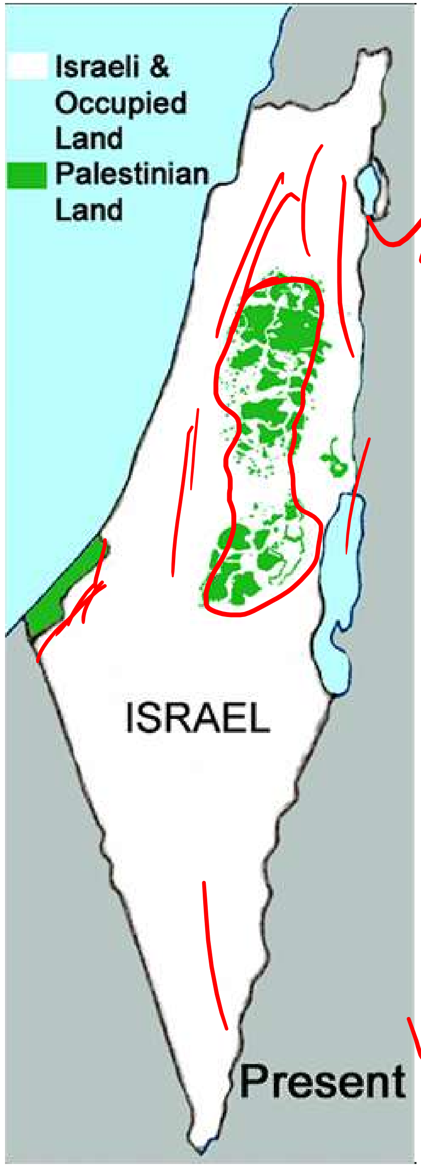
Israeli & Occupied Land
Palestinian Land
ISRAEL
Present

আরব ও ইসরাইলের চারটি যুদ্ধ

- প্রথম যুদ্ধ (১৯৪৮)
- জেরুজালেমে UNTSO নামক শান্তিরক্ষী মিশন প্রেরণ।
- আরব রা পরাজিত হয়।

আরব ও ইসরাইলের চারটি যুদ্ধ

- দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৯৫৬)
- কারণ- ইসরাইলের সুয়েজ খাল দখলের চেষ্টা

আরব ও ইসরাইলের চারটি যুদ্ধ

- তৃতীয় যুদ্ধ (১৯৬৭)
- কারণ- ইসরাইল কর্তৃক জরুজালেমের আল আকসা মসজিদে আগুন।
- যুদ্ধের মেয়াদ ৬ দিন (০৫-১০ জুন, ১৯৬৭)

আরব ও ইসরাইলের চারটি যুদ্ধ

- চতুর্থ যুদ্ধ/ইয়ম কিপুর যুদ্ধ (১৯৭৩-১৯৭৮)
- কারণ- মিশর কর্তৃক সিনাই পুনর্দখলের চেষ্টা।
- আরবরা 'তেল অস্ত্র' (তেল অবরোধ- ১৯৭৩) ব্যবহার করে এবং ১৯৭৮ সালের 'ক্যাম্পডেভিড চুক্তি'র মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি

ফিলিস্তিন

- রাজধানী- রামাল্লাহ্।
- PLO কে নেতৃত্ব দেয়া রাজনৈতিক দল- আল ফাত্তাহ্।
- স্বাধীন ফিলিস্তিন স্বীকৃতি দানকারী প্রথম দেশ— আলজেরিয়া
- গাজা নিয়ন্ত্রন করে - হামাস

হামাস

কট্টর

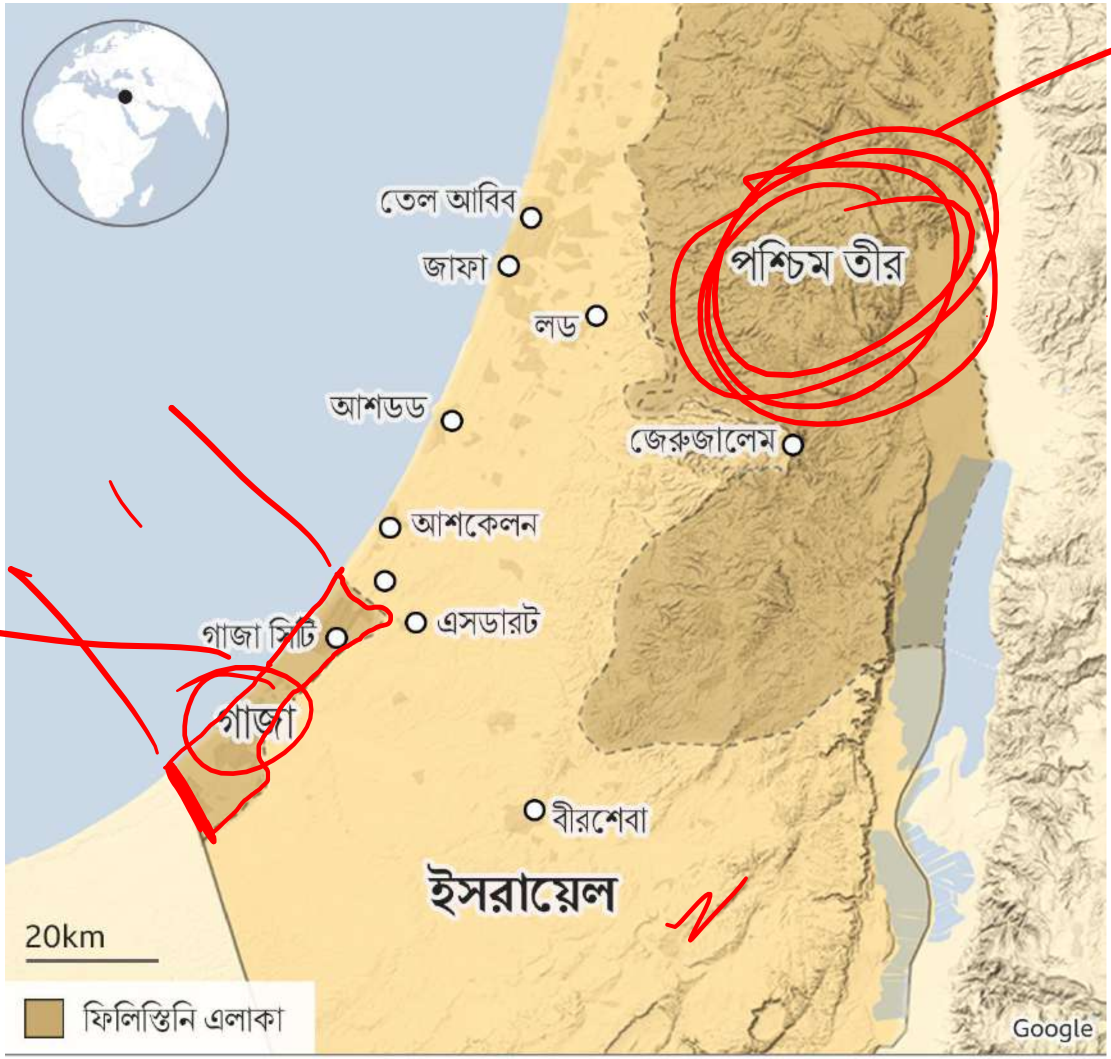
তেল আবিব
জাফা
লড
আশডড
আশকেলন
গাজা সিটি
এসডারট
গাজা
পশ্চিম তীর
জেরুজালেম
বীরশেবা
ইসরায়েল
20km
ফিলিস্তিনি এলাকা
Google

BBC

PLO

তুলনা

মডারেট

"স্বাধীনতাকামী"

উপসাগরীয় যুদ্ধ/ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ (Gulf War)

- সময়কাল: ০২ আগস্ট, ১৯৯০-২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
- বিবাদমান পক্ষ: ইরাক বনাম কুয়েত (আমেরিকা, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব, মিশর, ফ্রান্স, সিরিয়া- কুয়েতকে সমর্থন করে)
- অপারেশন ডেজার্ট শিল্ড: ~~০২ আগস্ট~~, ১৯৯০ থেকে ১৭ জানুয়ারি, ১৯৯১ সাল পর্যন্ত
- অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম: ~~১৭ জানুয়ারি~~, ১৯৯১ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১ সাল পর্যন্ত